JUL 14 2002

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

রাবিতে আত্মীয়স্বজনদের এডহক শিক্ষক নিয়োগ : প্রতিবাদে এক শিক্ষকের পদত্যাগ

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এডহকভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়োগ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারিজ এন্ড একুয়াকালচার বিভাগের সভাপতি অধ্যাপিকা সেলিনা পারভীন গতকাল শনিবার তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। বিগত সরকারের সময়ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুশ' শিক্ষক দলীয়ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। গত এক সপ্তাহে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বিভাগে পাঁচজন শিক্ষককে এডহকভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া

নিয়োগ : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

নিয়োগ : আত্মীয়-স্বজন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অতি আপনজন অর্থাৎ একজন শিক্ষকের স্ত্রী, একজন শিক্ষকের মেয়ে, একজন শিক্ষকের শ্যালিকা, একজন শিক্ষকের বোন এবং অপর একজন শিক্ষকের ভাতিজা।

এদিকে, বিভাগীয় প্লানিং কমিটির সুপারিশ এবং অপেক্ষাকৃত মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও শুধু শিক্ষকদের আপনজন না হওয়ার কারণে একজন ছাত্র নিয়োগ পাননি। অধ্যাপিকা সেলিনা পারভীনের পদত্যাগ করায় ওই পদে প্রাণিবিদ্যা বিভাগের জামায়াতপন্থী অধ্যাপক মোঃ আবদুল সালামকে উপাচার্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকী গতকালই নিয়োগ দিয়েছেন। খবর সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

২০০০ সালে ফিসারিজ বিভাগে এডহকভিত্তিতে নিয়োগ করা ছয়জনের চাকরি স্থায়ী না করে বর্তমান প্রশাসন আরও তিনজনকে এডহকভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ায় ক্যাম্পাসে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ফিসারিজ বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন- উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শামসুর রহমানের মেয়ে ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক বেলাল হোসেনের স্ত্রী ড. সালেহা জেসমিন, ভূতত্ত্ব ও খনিজবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক মহী শাহীনের বোন, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক (ছাত্র উপদেষ্টা) রফিকুল ইসলামের শ্যালিকা ফৌজিয়া এদিব ফোরা এবং প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আলতাফ হোসেনের (২) ভাতিজা আফজাল হোসেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আপনজন না হওয়ার কারণে নিয়োগপ্রাপ্তদের চেয়ে মেধাবী কামরুল আহসানকে প্লানিং কমিটির সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া হয়নি। সূত্র মতে, পরিসংখ্যান বিভাগে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ফজলুল হকের স্ত্রী পাপিয়া সুলতানাকে। ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়েছে হিসাববিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আবদুল্লা আল মাহমুদকে। তবে তিনি এখনও যোগদান করেননি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শিক্ষক জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের '৭৩-এর অধ্যাদেশে উল্লেখ আছে- কেবল জরুরি পরিস্থিতিতে এডহকভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যায়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি যে, জরুরিভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।

এই নিয়োগ সম্পর্কে গতকাল টেলিফোনে সাংবাদিকরা উপাচার্য অধ্যাপক ফাইসুল ইসলাম ফারুকীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি রেজিস্ট্রারের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। রেজিস্ট্রার আঃ সালাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, আমি উপাচার্যের নির্দেশেই বিভাগীয় সভাপতির চাহিদা মোতাবেক জরুরিভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছি মাত্র। ফিসারিজ এন্ড একুয়াকালচার বিভাগের পদত্যাগী সভাপতি অধ্যাপিকা সেলিনা পারভীন নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে তার পদত্যাগের কথা স্বীকার করেছেন।